বিপ্লবী
গণলাইন

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র

১-১৫ অক্টোবর, ২০২০: ৮ম ই-সংস্করণ

সম্পাদকীয়

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে
মেহনতী মানুষকে রাস্তার দখল নিতে হবে

করোনা অতিমারীকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে বিজেপি সরকার ভারতীয় জনগণের উপর একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনছে। বিদেশী বহুজাতিক আর আম্বানি আদানির মত মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের পেটোয়া মোদি সরকার সম্প্রতি

নয়া কৃষি আইনের প্রতিবাদে এআইকেএসসিসি-র ডাকে পাঞ্জাব বন্‌ধ-এ সভা। পাতিয়ালা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

জনবিরোধী কৃষি বিল এবং শ্রম বিল আইনে পরিণত করেছে। ভারতের শ্রমজীবী জনগণের উপর এর এক ভয়ংকর প্রভাব পড়বে।

কৃষিকাজ, নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য ও কৃষিপণ্যের বিপনন নিয়ে যে নতুন তিনটে আইন দেশে চালু করা হল তার ফলে ছোট, মাঝারি কৃষক এমনকি ধনী কৃষকেরাও বহুজাতিক

কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ীদের শিকার হবেন। ২০১৩ সাল থেকে বিশ্বের কৃষিপণ্যের বাজারের ৫০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে তিনটি মাত্র বহুজাতিক কোম্পানী। এদেশে বিজেপি সরকারকে মুঠোয় নিয়ে রিলায়েন্স সহ বহুজাতিক কোম্পানীগুলো গ্রামাঞ্চলে শস্যের বাজারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ চাইছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কার্যত তুলে দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আওতা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় শস্য বাদ দিয়ে কৃষিবাজারে সরকারের ভর্তুকি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করে বহুজাতিক কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীরা এদেশের বিশাল কৃষক জনতার মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে।শুধু কৃষকেরা নন এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

দেশের GDP ২৪% কমে গেছে। GDP পতনের ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ শীর্ষে রয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে আম্বানির সম্পত্তি ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে আর এ সময়ে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ জনের চাকরি চলে গেছে। দেশে বেকারির হার গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। দেশের শ্রমআইন পরিবর্তন করে, কাজের সময় ১২ ঘন্টা করে, শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের অধিকার মালিকের হাতে তুলে দিয়ে বিজেপি সরকার

হাথরাসের গণধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে দিল্লী ইফটুর বিক্ষোভ, ৪ অক্টোবর, ২০২০।

শ্রমিককে পিষে মারছে। শ্রমসম্পর্ক আইনের বদল এনে শ্রমিকদের সামাজিক ও পেশাগত নিরাপত্তা বিজেপি সরকার ধ্বংস করছে। শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একই সময়ে কয়লা, খনি, তেল কোম্পানী, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, রেলওয়ে এসব বিক্রী করে দেশের সম্পদ

পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনের জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

হিন্দুত্ব এজেন্ডার নামে দলিত ও মুসলমানদের উপর তীব্র আক্রমণ নামানো হচ্ছে। গণপিটুনি, ধর্ষণ, এনকাউন্টারের সাহায্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী বিজেপি সরকার তীব্র নিপীড়ন করে চলেছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে দলিত তরুণীর ধর্ষণ ও হত্যাকান্ড বিজেপি সরকারের দলিত, সংখ্যালঘু বিরোধী ও জনবিরোধী চরিত্র প্রকাশ করে দিয়েছে। এর সঙ্গে চলেছে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন সংগঠকদের কারাবন্দী করে বিনা বিচারে মিথ্যা অভিযোগে বন্দী করে রাখার চক্রান্ত। অপরদিকে চলেছে দেশ জোড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর কারিগর বাবরি মসজিদ কান্ডের আসামী বিজেপি নেতা নেত্রীদের সুপ্রিম কোর্টের বেকসুর খালাস ঘোষণার প্রহসন।

আশার কথা, ফ্যাসিবাদের রণহুঙ্কারের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব, দলিত-সংখ্যালঘু জনগণ জোট বাঁধছেন– পাঞ্জাবে, হরিয়ানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কারখানায় কারখানায়। ফ্যাসিস্টদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা রাস্তার দখল নিতে চলেছে। এমএলএ, এমপির আসন গুনে ফ্যাসিবাদকে কখনো রোখা যায় নি। রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। রাস্তার দখল নিন।

ভিতরের পাতায়

- বর্ণউৎপীড়ন ও হত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল অক্ষ হল ভূমি সংস্কার ... ... পৃষ্ঠা-৫
- এ কেমন (অ)বিচার ... ... পৃষ্ঠা-১১
- তিনটি কালা কানুন ... ... পৃষ্ঠা-১৩
- লকডাউনের সময় আমজনতার রক্ত শুষে নিচ্ছে বিশ্বের ধনকুবেররা ... ... পৃষ্ঠা-১৬
- মুর্শিদাবাদে এনআইএ অভিযান ... ... পৃষ্ঠা-১৭
- যোগী সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে ... ... পৃষ্ঠা-২৪
- বিস্কুট বৃত্তান্ত ... ... পৃষ্ঠা-২৭
- মৃত্যু-মাদক-মিডিয়া ... ...পৃষ্ঠা-২৯
- কমরেড চন্দ্রাম্মা লাল সেলাম ... ... পৃষ্ঠা-৩২

রাস্তার দখল নিন

নয়া কৃষি আইনের প্রতিবাদে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন ও এআইকেএমএস-এর যৌথ উদ্যোগে কৃষক বিক্ষোভ। চন্দ্রপুর বাইপাস, হাইলাকান্দি, আসাম।

রামরাজ্য উত্তরপ্রদেশে দলিত নিপীড়ন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পিওয়াইএল-এর। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা, ৯/১০/২০২০।

হাথরাসে ভূমিহীন দলিত কন্যার বর্বর গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনার জন্য যোগী সরকারকে জবাব দিতে হবে

বর্ণউৎপীড়ন ও হত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল অক্ষ হল ভূমি সংস্কার

১৪ সেপ্টেম্বর এক ভূমিহীন দলিত কন্যা ও তার মা ক্ষেতে গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ করছিল। সেই সময় উচ্চ বর্ণের কিছু ব্যক্তি বর্বর ও জঘন্যভাবে ওই কন্যাটির উপর চড়াও হয়ে গণধর্ষণ করে খুন করে। তার মা ঘটনাস্থলের সামান্য দূরত্বেই ছিল, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির সমস্যার জন্য মেয়েকে দেখতে পায়নি। মেয়েটির শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া হয়, ওই প্রচন্ড অত্যাচারে দাঁতের চাপে তার জিভ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবুও কয়েকটি দিন ধরে সে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যায়।

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন-র অ্যানি রাজা, প্রগতিশীল মহিলা সংগঠনের পুনম কৌশিক, এএনএইচএডি-র শবনম হাসমি হাথরাসে তদন্ত অনুসন্ধান থেকে ফিরে দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পদত্যাগের।

প্রথম কটা দিন আলিগড়ের জেএলএন হাসপাতালে, তারপরে দিল্লীর সফদরজঙ্গ হাসপাতালে, সেখানেই ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে সে মারা যায়।

পরবর্তী দৃশ্যপট আরও পৈশাচিক ও ধারণার অতীত— মোদি-যোগী শাসক (দিল্লী পুলিশ ও ইউপি প্রশাসন)— মেয়েটির মৃতদেহ হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষমান তার বাবা, মা ও ভাইয়ের হাতে তুলে দিল না। পরিবর্তে দিল্লীর হাসপাতাল থেকে গোপনে তার মৃতদেহ পাচার করে দিয়ে হাথরাসে নিয়ে গিয়ে পরিবারের প্রতি কোন সৌজন্য না দেখিয়ে গোপনে শবদাহ করে ফেলল।

যখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মেয়েটির শারীরিক আঘাত অত্যন্ত মারাত্মক, তখন সমালোচনার ভয়ে ইউপি পুলিশ আক্রমণের বয়ান অনুযায়ী অতি দ্রুততায় চার অপরাধীকে

হাথরাসে গণধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অন্ধ্রের কমরেডরা।

গ্রেপ্তার করল। কিন্তু 'খয়েরলানজী কেসে' বিহারে উচ্চবর্ণীয় 'সেনারা' যেমন ভূমিহীন দলিতদের নিকেশ করেছে তেমন ভাবে দেশের আদালত কিভাবে এ ক্ষেত্রে নির্মম আচরণ করবে এই সত্যটি সহজেই প্রতীয়মান হয়। রাজস্থানে সতীর উপর চলাকালীন এক মামলায়, বিশাখা বিচারে এক বিচারপতির মন্তব্য স্মর্তব্য, যিনি বলেছেন— উচ্চবর্ণীয়রা কখনই নিম্নবর্ণীয় মহিলাদের ধর্ষণ করে নিজের গায়ে কলঙ্ক লেপনের মত কাজ করতে পারে না। এই নিষ্ঠুর গণধর্ষণ ও খুন '১৬ ডিসেম্বর, ২০১২'র নির্ভয়া কান্ডের এক নিকৃষ্ট রেশমাত্র এবং এ ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে মহিলাদের উপর হিংস্র যৌন অপরাধের

আর এক ইতিবৃত্ত।

হিন্দুত্ববাদী RSS-BJP শাসিত কেন্দ্র ও ইউপি সরকার উভয়েই যেন তেন প্রকারেণ মনুবাদী, পিতৃতান্ত্রিক, জাতপাতভিত্তিক বিধানের পূজারী, যেখানে দলিত মহিলাদের স্থান নিম্নতরের মধ্যে নিম্নতমে, কারণ দ্বিবিধ, সে একজন দলিত ও মহিলা।

হাথরাসে কান্ডের বিরুদ্ধে কলকাতায় যৌথ বিক্ষোভ। সামিল পিওয়াইএল।

সমস্ত শক্তির কর্তব্য হচ্ছে আক্রান্ত ও তার পরিবারবর্গের সপক্ষে দাঁড়ানো ও ন্যায় বিচারের দাবি করা, পুরো ঘটনার প্রতি নজরদারী করে ফাস্ট ট্র্যাক ভিত্তিতে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ও দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার আওয়াজ তোলা। একদম উচ্চ পর্যায় থেকে পুলিশের সেই সমস্ত পদাধিকারিরা যারা এই মামলাতে পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। এটি এক দেশজোড়া কঠোর বাস্তব— ভূমিহীন, বিশেষ করে দলিতরা যখন গবাদি পশুর খাদ্যান্বেষণে (মূলত জাব) বার হয় তখন উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা তারা চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়। যে সব অঞ্চলে শৌচালয় নির্মিত হয়নি সেখানে প্রাকৃতিক কৃত্য করার ক্ষেত্রেও এহেন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এবং এই কারণে দলিত মহিলারা সমস্ত ধরনের যৌন হিংস্রতার শিকার হন। এটা জলের মতো স্পষ্ট যে বর্ণ উৎপীড়ন বা বর্ণপ্রথা নির্মূলের বিষয়টি নিয়ে আমরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারব না যদি না পাশাপাশি ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটি আমরা সজোরে তুলে

ধরতে পারি। পাঞ্জাবের জমির অংশীদারি ও অধিকার নিয়ে জমিন প্রাপ্তি সংঘর্ষ কমিটির সংগ্রামে বর্ণপ্রথা বিরোধী লড়াইয়ে বিশেষ করে দলিত মহিলাদের ভূমিকা এর গুরুত্ব আরো বেশি করে দেখিয়ে দেয়। এটা ঠিক যে যোগীর নেতৃত্বে ইউপি'র আইন শৃঙ্খলা চরম বিপর্যস্ত ও উক্ত ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু ঘটনা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ ঘটনা হল ইউপি বা যে কোন প্রান্তেই দলিত জনতার জীবনের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

সফদরজঙ্গ হাসপাতাল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন নেতৃত্ব ও PMS দিল্লীর সদস্যরা গতকাল (২৯/৯/২০২০) সফদরজঙ্গ হাসপাতালে আক্রান্ত মহিলার পরিবার বর্গের পাশে ছিলেন। PMS ও PDSU'র সদস্যরা আজ ৩০/৯/২০২০ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ও এলাকা ভিত্তিক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন।

সিপিআই(এমএল) নিউ ডেমোক্রেসি এই নির্মম গণধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শক্তির উপর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানায়। এই অপরাধ সংঘঠনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া এবং এমনকি মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে না দেওয়া এবং উক্ত গ্রাম থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। পাল্লা দিয়ে মোদি সরকারের পুলিশ দিল্লীর ইউপি ভবনের সামনে প্রতিবাদকারীদেরও গ্রেপ্তার করে। বর্বরতার বিরুদ্ধে অবদমিতের সোচ্চার কণ্ঠকে এইভাবে বন্ধ করে দিতে চাইছে উৎপীড়করা।

সিপিআই(এমএল) নিউ ডেমোক্রেসির আহ্বান—

- ❖ দেশব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত করুন।
- ❖ এই মামলার নিষ্পত্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করতে হবে। গণধর্ষণ ও খুনের এই মামলায় ন্যায় বিচার চাই।
- ❖ পিতৃতান্ত্রিকতার ও মনুবাদের প্রচারক আরএসএস-বিজেপি শাসকদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন।
- ❖ ভূমি সংস্কারই হল বর্ণনিপীড়ন ও শোষণকে উৎখাতের মূল চালিকা শক্তি।

—সিপিআই(এমএল) নিউ ডেমোক্রেসি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ৩০/৯/২০২০।

হাথরাস কান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চের বিবৃতি পড়তে নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন—https://drive.google.com/file/d/1MBBcT7GazL_Psx_WzstHRkA7plgA_Zbc/view?usp=sharing

লড়াই ছাড়া পথ কি আছে?

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এআইকেএসসিসি-র দেশজোড়া প্রতিবাদের অংশ হিসাবে জলপাইগুড়ির মোহিত নগর গোলঘুমটিতে প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন কৃষকরা। টানা একঘন্টা চলল অবরোধ।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এআইকেএমএস-এর নেতৃত্বে আদিবাসী কৃষকদের পরলাখেমুন্ডি-রায়গড় সড়ক অবরোধ। কাশিনগর, গজপতি, উড়িষ্যা।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এআইকেএসসিসি-র দেশজোড়া প্রতিরোধের কর্মসূচিতে হাপুড়ে এআইকেএমএস ও আরকেএমএস-এর দিল্লী-মোরাদাবাদ মুখ্য সড়ক অবরোধ।

এ লড়াই বাঁচার লড়াই

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এআইকেএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক ও এআইকেএসসিসি-র ওয়ার্কিং গ্রুপ সদস্য ডা. আশিস মিত্তাল প্রেস বিবৃতি মারফত জানালেন, ২৫ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে ১ লক্ষাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন ২ কোটির বেশি মানুষ। ভারত সরকারকে যোগ্য জবাব দিলেন ভারতীয় কৃষক।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এআইকেএসসিসি-র দেশজোড়া প্রতিরোধ কর্মসূচিতে কৃষকদের দৃপ্ত মিছিল, নালগোন্ডা, তেলেঙ্গানা।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ একই কর্মসূচিতে রাস্তা রোকো, নারায়ণপেট, তেলেঙ্গানা।

১অক্টোবর, ২০২০ নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এআইকেএসসিসি-র ডাকে সড়ক-রেল রোকো , ভাতিন্দা, পাঞ্জাব।

এ কেমন (অ)বিচার

—তপন রায়

পরপর চলছিল, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের ব্যাপারে আদালতের ভুমিকা, এনপিআর-সিএএ নিয়ে অবস্থান, বিজেপি নেতাদের উস্কানিমূলক মন্তব্যের বিষয়ে অবস্থান, দৃঢ়চেতা বিচারক দিল্লী হাইকোর্টের মুরলিধরণের আচমকা বদলি এবং তারপরই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, যুক্তিকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসের উপর ভর করে রামজন্মভুমি -বাবরি মসজিদ মামলার একপেশে রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্তভূষণের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা এবং শাস্তি দান— সবই একইসূত্রে বাধা—বিচারব্যবস্থার বিচারহীনতা।

বৃত্তটা আরও প্রসারিত হল। লক্ষ্ণৌয়ের সিবিআই-র বিশেষ আদালত এক রায়ে ২৮ বছর আগে বাবরি মসজিদ ভাঙার দায়ে অভিযুক্ত সব অপরাধীকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে। অভিযুক্ত অপরাধীদের তালিকায় ছিলেন বিজেপি, আরএসএস, বিশ্বহিন্দুপরিষদের নেতারা— যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লালকৃষ্ণ আডবানি, মুরলীমনোহর যোশী, উমা ভারতী, কল্যান সিং এর মত হাড় হিম করা কট্টর হিন্দু নেতারা। আজকে এদের অনুসারিরা রাষ্ট্রক্ষমতার আস্বাদ নিচ্ছে আর রাষ্ট্রক্ষমতার এই আস্বাদের ভাগীদার হবার সুবাদে বিচারব্যবস্থার উপরে এদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চাইছে এবং ঘটনা পরম্পরা প্রমাণ করছে যে এ কাজে তারা অনেকটাই সফল। রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হলেও বিচারব্যবস্থার প্রতি লোকজনের একটা আলাদা সম্ভ্রমবোধ ছিল। অতীতে আদালতগুলি অনেক ক্ষেত্রেই যুগান্তকারী রায় দিয়েছে কিন্তু আজ সেই মর্যাদাটা একেবারেই মাটিতে মিশে যেতে বসেছে।

আলোচ্য রায়টি অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিচারক কোন অভিযুক্তরই বাবরি মসজিদ ধ্বংস কান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ দেখেন নি, এর পক্ষে কোনরকম গ্রহণযোগ্য

প্রমাণ বা ভিডিও ক্লিপিংস তিনি পাননি। উল্টে তার রায়ে তিনি বলেছেন অভিযুক্তরা নাকি জনতাকে সেদিন থামাতে গিয়েছিল বা শান্ত করার চেষ্টা করেছিল যদিও এর পক্ষে কোন প্রমাণ বা ভিডিও ক্লিপিংস রয়েছে কিনা তার কোন উল্লেখ নেই; তার মতে এরা নন, সেদিন উৎসাহী জনতাই নাকি সাময়িক উত্তেজনায় ওটা ভেঙে ফেলেছিল।

হাস্যকর, কিন্তু বিপজ্জনক! এই রায় লিখতে লেগেছে দু'হাজার পাতা। একবছর এক্সটেনশন পাওয়া অবসরের দিন বিচারক এই রায় দিয়েছেন। অযোধ্যা মামলায় যুক্তির বদলে বিশ্বাসের উপর ভর করা রায়েও বিচারকরা বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে ফৌজদারি অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই বিচারক সেই ক্রিমিনালদের ধরার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সে প্রসঙ্গে নিশ্চুপ।

রায় হয়েছে। সিবিআই এদের অপরাধী সাব্যস্ত করে রিপোর্ট দিয়েছিল। সেই রিপোর্ট এখন অথৈ জলে। অভিযুক্তরা 'বীরের সম্মান' পেয়েছেন স্বয়ং প্রাধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছ থেকে।

বিচারক যাই বলুন না কেন, মানুষ কিন্তু জানে প্রকৃত সত্যটা। লিবেরহান কমিশনও ২০০৯ সালে তাদের রিপোর্টে বলেছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেই এই ধ্বংসলীলা করা হয়েছিল। এর জন্য কমিশন দায়ী করেছিল আরএসএস-বিশ্বহিন্দুপরিষদকে। আডবানির রথযাত্রা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়েছিল। মসজিদ ভাঙার প্রস্তুতি ছিল অনেকটা সময় জুড়ে। ইতিহাসের ঐ কলঙ্কজনক অধ্যায়কে কোন জজসাহেবই মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন না।

বিচারব্যবস্থার অধঃপতন রুখতে আম জনতাকেই কি রাস্তায় নেমে সোচ্চার হতে হবে?

ইফটু জাতীয় কমিটির আহ্বান

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের এই ধর্মঘটকে ইফটুর সমস্ত ইউনিট সমর্থন করুন। আমাদের দাবি এই ক্ষেত্রে কর্পোরেটায়নের কেন্দ্রীয় সরকারি পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। অতিমারীর সময়ে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

তিনটি কালা কানুন

লকডাউনের মধ্যেই কেন্দ্র সরকার বৃহৎ পুঁজির সুবিধা করে দেওয়ার কয়েকটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—

১) শ্রম আইনকে চুরমার করে ১২ ঘন্টা কাজ করানোর ব্যবস্থা ও মালিকদের হাতে ছাঁটাই ও অন্যান্য ঠগবাজি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, কয়েকটি রাজ্য তো ট্রেড ইউনিয়নই লোপ করার দাবী তুলেছে। উত্তরপ্রদেশে তিন বছর অর্ডিন্যান্স এনে Factories Act 1948, Industrial Disputes Act 1947, Trade Union Act 1926, সব নাকচ করে দেওয়া হল। মধ্য প্রদেশে Industrial Disputes Act 1947-এর ছাঁটাই, লে-অফ, লকআউট সংক্রান্ত বিধি নিষেধ থেকে মালিক পক্ষকে ছাড় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুজরাটে দিনে ১২ ঘন্টা সপ্তাহে ৭২ ঘন্টা কাজ চালু হল। কোন ওভারটাইম দিতে হবে না, আর ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্টে নথিভুক্ত কোম্পানিরা কোন শ্রম আইন না মানলেও সরকার কোন পদক্ষেপ নেবে না। প্রথমে বলা হল তিন মাস, পরে নোটিশ দিয়ে বলা হল যে ২০০০ দিন অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের জন্য এই ব্যবস্থা। প্রথমে বিজেপি শাসিত রাজ্যে এগুলি করে জল মাপছে শাসকরা, পরে সারা দেশের জন্য করতে বলবে, যে

১ অক্টোবর, ২০২০, পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ, সাদিক টাউন, ফরিদকোট, পাঞ্জাব।

রাজ্য করতে চাইবে না, তাদেরকে উন্নয়ন খাতের টাকা, জিএসটির টাকা আটকে দিয়ে ব্ল্যাকমেল করবে।

২) EIA Amendment Bill পাশ হয়ে আইন তৈরি হয়েছে। EIA বা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট হল কোন প্রোজেক্ট পরিবেশের উপর ও সমাজের উপর কি কি ক্ষতিকর বা কুপ্রভাব ফেলবে তার পরিমাপ, এবং এতে স্থানীয় মানুষ, এনজিও বা অন্যান্যরা নিজস্ব বক্তব্য বা প্রশ্ন, প্রতিবাদ জানাতে পারেন। এখন সরকারের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে যে মালিকরা পরিবেশ সংক্রান্ত কোন ছাড়পত্র ছাড়াই খনি বা কারখানা বসাতে, বিল্ডিং তুলতে, জঙ্গল কেটে রাস্তা বা রিসোর্ট বানাতে পারবে। পরিবেশ, মানুষের জীবন জীবীকা ক্ষতিগ্রস্ত

নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে অমৃতসরে রাজ্যসভা সদস্য ও প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতির বাড়ির সামনে কৃষকদের অবস্থান বিক্ষোভ।

হল কি না, পরিবেশকর্মী, এনজিও স্থানীয় মানুষ তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তুলতে পারবে না। বেপরোয়া ভাবে বন, নদী, পাহাড়ে যথেচ্ছ খনি, রিয়াল এস্টেট বা অন্য কারখানা করার বন্দোবস্ত এবং বনবাসী মানুষকে মেরেধরে উচ্ছেদ, তাঁদের জঙ্গলের উপর অধিকার কেড়ে নেওয়ার আয়োজন হচ্ছে।

৩) পার্লামেন্ট ও রাজ্য সরকারগুলিকে উপেক্ষা করে 'Farming Produce Trade and Commerce (Promotion & Facilitation) Act. 2020' এনে Agricultural Produce Marketing Committee Regulation Act. বা APMC Act, 1955 কে তুলে দেওয়া হচ্ছে, আর এসেনশিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট ECA, 1955 তুলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে বৃহৎ পুঁজির মালিকেরা কমদামে ইচ্ছে মত ফসল কিনে এবং মজুত

করে বাজারে অভাব সৃষ্টি করে, দাম বাড়িয়ে দিয়ে যথেচ্ছ ফায়দা লুটতে পারে। এককথায়, কৃষিপণ্য নিয়ে ফাটকাবাজির সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়া, "The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. 2020" এনে চুক্তি চাষের রাস্তা খুলে দিয়ে কৃষককে ক্রীতদাসে পরিণত করার এক পরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ সবই বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষার চেষ্টা। এই সঙ্গে

শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিংয়ের ১১৪ ম জন্মদিনে তাঁর জন্মস্থান খটকর কলান-এ 'কালা সাহেব'দের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গীকার নওজোয়ান ভারত সভার, দৃপ্ত মিছিলের পর জনসভা।

১.৫ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ— কৃষকের জন্য নয়, যারা ১০ টাকা কেজি দরে আলু কিনে ৫২ গ্রাম পটেটো চিপস ২০ টাকায় বিক্রি করবে, তাদের জন্য।

এটা একটা বৃহৎ চক্রান্তের অংশ— ক্ষমতায় আসার পর ২০১৫ সালে শান্তা কুমার কমিটিকে দিয়ে একটা রিপোর্ট বানানো হয়েছিল, যার মোদ্দা কথা— রেশন ব্যবস্থার ভরতুকি তুলে দাও, রেশন ব্যবস্থাই তুলে দাও, সারে ভরতুকি তুলে দাও, লেভির চাল কেনা বন্ধ করো। এখন FCI-র হাতে প্রায় এক লক্ষ কোটি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য, যা কিনা করোনার মত দুর্দিনে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচার একটা উপায়। এই রেশন ব্যবস্থা বা শস্য কিনতে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়— এটা সরকার বন্ধ করতে চেষ্টা করছে। (সংগৃহীত)

লকডাউনের সময় আমজনতার রক্ত শুষে নিচ্ছে বিশ্বের ধনকুবেররা

—নবীন কর্মকার

গত ৯ সেপ্টেম্বর অক্সফ্যাম প্রতিবেদন 'পাওয়ার, প্রফিট এন্ড দ্য প্যান্ডেমিক' প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এই অভূতপূর্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটকালে প্রায় ১ কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন কোভিড মহামারীর কারণে, কাজ হারিয়েছেন প্রায় ৪০ কোটি মানুষ, শুধু বাংলাদেশেই ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন বস্ত্রশিল্পে, ৪৩ কোটি ছোটো ব্যবসা প্রায় বন্ধের মুখে। আর তার সাথে অনাহারের কবলে প্রায় সাড়ে ২৬ কোটি মানুষ, যা সাধারণ অবস্থার থেকে প্রায় দ্বিগুণ। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সারা বিশ্বের সবথেকে বড় সংস্থাগুলির মধ্যে ৩২ টি বহুজাতিক সংস্থার ২০২০ সালে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০৯০০ কোটি ডলার। আর ঠিক এই সময়কালের মধ্যেই প্রায় ৫০ কোটি মানুষ পড়েছে প্রবল দারিদ্র্যের কবলে। গুগ্‌ল, অ্যাপেল, ফেসবুক, আমাজন, মাইক্রোসফ্‌ট এই পাঁচটি বড় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ৪৬০০ কোটি ডলারেরও বেশি মুনাফা কামিয়েছে এই অতিমারীর মধ্যে। দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওষুধ কোম্পানীগুলির মুনাফা বৃদ্ধির হার বেড়েছে প্রায় ২১ শতাংশ, যার অর্থমূল্য প্রায় ১২০০ কোটি ডলার। ২০২০ তে প্রায় ১০০ টি সংস্থা শেয়ার বাজারে দর বাড়িয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ কোটি ডলার পরিমাণ। আমাজনের কর্ণধার জেফ বেজোস লকডাউন পরবর্তী সময়ে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়েছে প্রায় ৯২০০ কোটি ডলার। আইআইএফএল প্রতিবেদন 'ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২০' অনুযায়ী মার্চ মাসে লকডাউনের পর থেকে প্রতি ঘন্টায় ৯০ কোটি টাকা আয় করেছে মুকেশ আম্বানী। মুকেশ আম্বানীর সম্পত্তি ২৭৭৭০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫৮৪০০ কোটি টাকা। ভারতের ধনীতম ব্যক্তি এবং বিশ্বের পঞ্চম ধনী ব্যক্তি এই মুকেশ আম্বানী। এই মহামারীর সময়ে দুনিয়ার বৃহৎ পুঁজিপতিরা জনগণের ওপর শোষণ চালিয়ে নিজেদের পকেট ভরিয়েই চলেছে।

মুর্শিদাবাদে এনআইএ অভিযান

এপিডিআর সহ কয়েকটি গণ সংগঠনের তথ্যানুসন্ধান

জাতীয় তদন্ত সংস্থা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি) ২০০৮ সালের আইন এবং পরবর্তীতে ২০১০ ও ২০১৯ সালের সংশোধিত আইন মোতাবেক যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন, তারা মানবাধিকারকে ন্যূনতম মর্যাদা দেয় না— মুর্শিদাবাদে যুবকদের গ্রেপ্তার করতে গভীর রাতে ধাক্কাধাক্কি করে দরজা খুলিয়ে পাঁচিল টপকে বাড়ির ভিতর ঢুকেছে, কটু কথা বলেছে, মেরেছে, গ্রেপ্তারের কারণ জানায়নি, পূরণ না করা কাগজে স্বাক্ষর নিয়েছে এবং সমস্ত কাজ করেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে— ধৃত ব্যক্তি বা তাদের বাড়ির লোকেদের কিছু ভাবার সময় দেয়নি এবং পাঁচদিন পার হয়ে গেলেও স্বজনদের জানায়নি কোথায় ধৃতদের রাখা হয়েছে, কেমন আছেন তাঁরা। বিশাল বাহিনীতে স্থানীয় থানার পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ারও ছিলেন, কারও পোশাকে স্ব-পরিচয় লেখা ছিল না এবং স্থানীয় থানা অভিযান বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিল। স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো মৌনতা অবলম্বন করেছে।

রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হলেও বামদলগুলোর সমর্থনে কংগ্রেসের মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে২০০৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তৈরি আইনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে এই সংস্থাটি তৈরি করা হয় ঐ সালের মুম্বাই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে। গোটা দেশে কলকাতা সমেত মোট তেত্রিশটি শহরে এর শাখা আছে। শীর্ষ আদালতের মুখ্য বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে কয়েকটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। ২০১৯ সালের সংশোধনী অনুযায়ী এই সংস্থা দেশের বাইরে সংঘটিত অপরাধেরও তদন্ত করতে ও আদালতে অভিযোগ পেশ করতে পারে। তাছাড়া সর্বশেষ সংশোধনীর বলে সংস্থাটি সন্ত্রাস সৃষ্টি, মদত দান, দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ, জাল নোট ছাপানো, বিলি করা, ইন্টারনেট অপরাধের কারণেও তদন্ত

করতে পারবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে, এমনকী না জানিয়েও। তাছাড়া ২০০৮ সালের মূল আইন ও ২০১০ সালের সংশোধনীতে শুধু সংগঠিত অপরাধের দায়িত্বই তাদের ছিল; ২০১৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির আমলে তাদের ব্যক্তিগত অপরাধ নিয়েও কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যদিও 'সন্ত্রাসে'র ও 'দেশের স্বার্থবিরোধী কাজের' সংজ্ঞা আজও নির্ধারিত হয়নি।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সন্ত্রাসবাদী চিহ্নিতকরণে অনেক দৌড়ঝাঁপ করলেও বিগত দিনগুলির ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে যে আজ পর্যন্ত অনেক মামলার ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। মাঝখান থেকে অভিযুক্তের ১০-১৪ বছর জেলে কেটে গিয়েছে বিনা অপরাধে। ২০১৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া বরং উল্টে বলেন "সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অভিযোগে মুসলিমদের গ্রেপ্তার করা চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে"। অনেকে একথাও বলছেন— যে আল-কায়দার সাথে আমেরিকা শান্তি চুক্তি করে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে সেই আল-কায়দারই বা এই পোড়া বাংলায় কী কাজ?

এনআইএ কেন্দ্রের সংস্থা, যে দুই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে বিজেপি-র আইটি সেল বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা (যার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক) ছড়িয়ে চলেছে অনবরত। The Wire-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১ এর ভোটকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩০টির বেশি প্রোপাগান্ডা ওয়েবসাইট বানিয়েছে এরা, যার কাজ হল বাংলাকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভাজিত করা। এর সাথে এখন বাংলার মূল ধারার নিউজ চ্যানেলগুলিও যুক্ত হয়ছে। এনআইএ সরাসরি রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে থাকে। রাজ্য সরকার চাইলে কোনো রাজ্যে কেন্দ্রের এই হস্তক্ষেপ চাপ সৃষ্টি করে বন্ধ করে দিতে পারে, যেমন দেখা গিয়েছিল পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের ক্ষেত্রে।

২৮ সেপ্টেম্বর এপিডিআর, এপিসিআর ও বন্দীমুক্তি

কমিটির পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি মারফত তথ্যানুসন্ধানের প্রাথমিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে—

"এপিসিআর, এপিডিআর ও বন্দীমুক্তি কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে একটি টীম মুর্শিদাবাদে আল-কায়দা অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া মানুষদের বাড়িতে তথ্যানুসন্ধান করতে যায় ২৭ সেপ্টেম্বর। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এদের গ্রেফতার করে। আমাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ হল—

১) গ্রেফতার হওয়া যুবকেরা অনেকেই কেরলে কাজ করেন নানান অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

২) এদের বেশিরভাগই লেখাপড়া জানেন না, বা জানলেও তা নামমাত্র।

৩) অনেকেই লকডাউনে কাজ খুইয়ে গ্রামে ফিরেছেন।

৪) এদের অবস্থা হতদরিদ্র বললেও কম বলা হবে। যে দু-একটি পাকা বাড়ি দেখিয়ে কর্পোরেট মিডিয়া প্রচার করেছে, সেগুলো ৮-১০ বছর ধরে তিলে তিলে গড়া। এমনকী পায়খানার চেম্বারকে গুপ্তঘর/সুড়ঙ্গপথ বলে ব্যাপক মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে।

৫) এলাকায় এরা সবাই অত্যন্ত ভালো ও পরোপকারী হিসেবে পরিচিত।

৬) কর্পোরেট মিডিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার করছে যা আরএসএস পরিচালিত মোদী সরকারের ইসলাম বিদ্বেষী কর্মসূচির সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

৭) প্রায় সবক্ষেত্রেই এনআইএ রাতের অন্ধকারে প্রচুর সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে জোর করে বাড়িতে ঢুকেছে।

৮) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলা পুলিশ ছিল না।

৯) কোনও অ্যারেষ্ট মেমো, সিজার লিষ্ট দেয় নি এনআইএ। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাও জানায় নি। অনেক বাড়িতে সাদা কাগজ এমনকী ফাঁকা প্লাস্টিকের প্যাকেটেও বাড়ির লোকেদের জোর করে সই করিয়ে নিয়েছে এনআইএ।

১০) আবু সুফিয়ান সহ অনেককেই বাড়ির লোকের সামনেই মারধর করেছে।

আমাদের দাবি—

১) গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চাই

২) তদন্ত সাপেক্ষে ধৃতদের জামিন দেওয়া হোক।

৩) এনআইএ ও ইউএপিএ বাতিল করতে হবে।

৪) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমস্ত ইসলামবিদ্বেষী ও বর্ণবিদ্বেষী প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

মুর্শিদাবাদে আল কায়দা সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে যুবকদের গ্রেপ্তারি নিয়ে বিশিষ্ট রাজনীতিকরা কে কী ভাবছেন তা একটু জেনে নেওয়া যাক—

- সৌগত রায়— সীমান্ত রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। বিএসএফও কেন্দ্রের অধীন। জঙ্গীরা সীমান্ত টপকে ঢুকল অথচ কেন্দ্রের কাছে কোনো খবর নেই। কেন্দ্র সেই খবর পেয়ে আমাদের জানালে আমরা ব্যবস্থা নিতাম।
- অধীর চৌধুরি— কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক নীতি ইন্ধন জোগাচ্ছে জঙ্গীদের।
- সুজন চক্রবর্ত্তী— বাংলায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিতে পেরে সরকার বিজেপির হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে।

(সূত্র— এই সময়)

অর্থাৎ, যা বোঝা যাচ্ছে, এরা সকলেই এত কিছুর পরেও এনআইএ-র উপর আস্থা রাখছেন। এরা ধরেই নিয়েছেন অভিযুক্তরা জঙ্গীই। 'আস্থা' চ্যানেলটির মতই পবিত্র এরা।

এনএফআইডব্ল্যু-পিএমএস-এএনএইচএডি-এর হাথরাস তদন্ত রিপোর্ট পড়তে নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন—https://drive.google.com/file/d/1R0WLKOfeFqufBNS4d2TLVbAyMWlTOCB8/view?usp=sharing

নৈরাশ্যবাদ ও কপটতায় ফ্যাসিজম অন্য সব রকম বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াকে ছাড়িয়ে যায়। একটা দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, এমন কি একই দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফ্যাসিজম তার অত্যাচারের ধরন ঠিক করে। —জর্জি দিমিত্রফ

এ লড়াই জিততে হবে

নয়া কৃষি আইনের প্রতিবাদে কৃষকরা উপ মুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চৌতালার বাড়ির সামনে জল কামান, কাঁদানে গ্যাস উপেক্ষা করে সামিল বিক্ষোভ সমাবেশে। দরবি উঠল উপ মুখমন্ত্রীর পদত্যাগের। সীরসা, হরিয়ানা, ৬ অক্টোবর,২০২০।

ইফটু এবং অন্যান্য সংগঠনের হাথরাস কান্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। পুড়ল যোগী আদিত্যনাথের কুশপুত্তলিকা। পানিপথ, হরিয়ানা, ৪/১০/২০২০।

পথে এবার নামো সাথী

. হাথরাস কান্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ৪/১০/২০২০

হাথরাস কান্ডের বিরুদ্ধে ইস্ত্রী জাগৃতি মঞ্চের বিক্ষোভ। নয়াশহর, পাঞ্জাব

হাথরাস কান্ডের বিরুদ্ধে ইফটুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ। মায়াপুরী, দিল্লী, ২ অক্টোবর, ২০২০।

পথে হবে এ পথ চেনা

হাথরাস কান্ডের বিরুদ্ধে পিডিএসইউ-এর নেতৃত্বে ছাত্র বিক্ষোভ। মায়াপুরী, দিল্লী, ১ অক্টোবর, ২০২০।

হাথরাস গণধর্ষণ ও হত্যাকান্ডের ও কেন্দ্রের জনবিরোধী ফ্যাসিস্ত অভিযানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কলকাতায় বিভিন্ন গণ সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবাদী মিছিল

তিন কৃষিবিল নিয়ে বিস্তারিত জানতে এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করুন–
https://drive.google.com/file/d/15zL_a5RplJoQiOHgJgxx7d_xkw9owJzE/view?usp=sharing

উত্তর প্রদেশ সরকারের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন

যোগী সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে

উত্তর প্রদেশের হাথরাসে বর্বর গণধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে যখন সারা দেশ প্রতিবাদে সোচ্চার, তারই মধ্যে উত্তর প্রদেশের বলরামপুর জেলায় আরো একটি জঘন্য গণধর্ষণ ও খুনের খবর এলো— এবারও শিকার এক দলিত কন্যা। উত্তর প্রদেশে আরএসএস-বিজেপি শাসনে দলিত জীবন কতটাই অবমাননার এই ঘটনা তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

হাথরাসের মতো ঘটনা এর আগে কখনো ঘটে নি এই অর্থে যে, এমনকী শেষকৃত্যের জন্য মৃত মেয়েটির শবদেহ পর্যন্ত পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় নি; এবং তাও আবার এমন একটা সময়ে, যখন এই গণধর্ষণের বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠছে। এটা স্পষ্ট যে কেন্দ্রে ও রাজ্যে (উত্তর প্রদেশ) শাসক আরএসএস-বিজেপি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ ও মিডিয়ার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত যে, তারা এই নির্যাতনের শিকার মেয়েটির বা তার পরিবারের সম্পর্কে তাদের যে কিছুমাত্র মাথাব্যথা আছে তা প্রকাশ করতে তোয়াক্কা করে না। উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীতে যেভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার করা হল, তা দেখিয়ে দিল এই শাসকরা জনমতকে কতটাই অবজ্ঞা করে। মেয়েটি পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তাকে ফিরিয়ে দিল, গণধর্ষণের ১০ দিন পরেও কোনো এফআইআর হল না— উত্তর প্রদেশ সরকার মনেই করে না এসবের উত্তর দেওয়ার কোনো দায় তাদের আছে। মেয়েটি মারা গেল ১৪ দিন পর— যোগী সরকার এ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা দেখায় নি। তার অবস্থা খারাপের দিকে গেলে তাকে দিল্লীর সফদরজঙ্গ হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তার করা হলেও যে পুলিশ আধিকারিক এফআইআর নিতে অস্বীকার করল বা যে পুলিশ আধিকারিকরা তার পরিবারের সম্মতি ছাড়াই শবদাহ করে ফেলল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা পর্যন্ত হচ্ছে না। মনে হয় আবার একবার পোস্টমর্টেমের দাবি যাতে না ওঠে সে কথা ভেবেই এই কান্ড ঘটানো হয়েছে। উত্তর প্রদেশ

সরকার পৈশাচিক বলপ্রয়োগের রাস্তা নিয়েছে। গ্রামে ২০০-র বেশি সশস্ত্র পুলিশ সহ ১১টি থানার পুলিশ পাঠানো হয়েছে মেয়েটির আত্মীয়দের ও গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত করার জন্য। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে শবদাহের সময় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে; অথচ, মৃতার বাবা, দাদা ও পরিবারের আর যেসব সদস্য পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে সকালে শেষকৃত্য করার জন্য আবেদন করেছিলেন তাদের ঘরে তালাবন্দী করে রাখা হল। এমনকী শেষবারের মত মেয়েটির দেহ একটিবার তার বাড়িতে নেওয়ার জন্য তার মায়ের আবেদনও শোনা হল না। যে সব গ্রামবাসী ও আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাদ করলেন তাদের পেটান হল। পুরো অপারেশনটা চালান হল হাথরাসের ডিএম ও এসপি-র তত্ত্বাবধানে। হাথরাসের পুরো ঘটনাটা পুলিশ-প্রশাসন যে পদ্ধতিতে মোকাবেলা করল তা থেকে এটা স্পষ্ট যে দলিত মেয়েদের গণধর্ষণ সহ দলিতদের উপর আক্রমণ যে বাড়ছে তা কোনো আকস্মিক বিষয় নয়, বরং তা যোগী সরকারের কাজকর্মের প্রত্যক্ষ ফল।

উত্তর প্রদেশ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই ঘটনাকে জনস্বার্থ মামলা হিসাবে বিচারাধীন করেছে। যে কায়দায় মাঝরাতে মেয়েটির শব দাহ করা হল তা গোটা ব্যবস্থার পক্ষে এবং এই ব্যবস্থার যারা জয়গান করে তাদের পক্ষে লজ্জার। হাইকোর্ট এর বেঞ্চকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, এই মামলাকে যুক্তিসঙ্গত সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। এবং হাথরাসের ডিএম, এসপি সহ অন্য যেসব আধিকারিকরা ঐ রাতে গ্রামে উপস্থিত ছিল, অতি অবশ্যই তাদের সাসপেন্ড করতে হবে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের যে ডিজিপি মাঝরাতে জোর করে শব দাহ করার পক্ষে ওকালতি করেছিল তাকে উত্তর প্রদেশের বাইরে সরিয়ে দিতে হবে। এই মামলার তদন্ত অনুসন্ধান এবং মৃতার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কোর্টের তত্ত্বাবধানে কোনো স্বাধীন এজেন্সীর উপর ন্যস্ত করতে হবে। যোগী সরকার দ্বারা গঠিত বিশেষ তদন্ত দল (SIT)-এর প্রহসন বন্ধ করতে হবে। বলপূর্বক শব দাহ ও এফআইআর না নেওয়ার গোটা বিষয়টাকে বিচারাধীনে আনতে হবে এবং এর জন্য দায়ী পুলিশ আধিকারিকদের উদাহরণযোগ্য শাস্তি দিতে হবে। দুস্কৃতিদের অবশ্যই সাজা দিতে হবে, কিন্তু

সেটাই একমাত্র বিষয় নয়; মেয়েটির এই দুর্ভোগের জন্য, তার মৃত্যুর জন্য, তার পরিবারের এই দুর্ভোগের জন্য যারা দায়ী তাদের প্রত্যেককেই সাজা দিতে হবে।

তাদের আচরণ দিয়েই শাসকরা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা কোনও কিছুর ধার ধারে না। যে কায়দায় উত্তর প্রদেশ সরকার বলরামপুরের গণধর্ষণ ও হত্যার মোকাবেলা করেছে তা দেখিয়ে দিল জনগণের অধিকার বা তাদের ভালো থাকা নিয়ে সরকার অতি অল্পই ভাবিত। বর্তমানের ফ্যাসিস্ট শাসনাধীনে পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে, পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং তবুও এখনো ফিসফিসে স্বরে শোনা যায় "নরম রাষ্ট্র"-র কথা! উত্তর প্রদেশ সরকারের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য এতটাই যে, এক বিজেপি নেতাকে মন্তব্য করতে শোনা গেছে— যোগীর শাসনে গাড়ি পালটি খায়! জনগণকে, বিশেষ করে নিপীড়িত জনগণকে আতঙ্কিত করে তোলার জন্য যোগী সরকার যে আইনহীনতার রাজ কায়েম করেছে তার জন্য এই মুহূর্তে যোগী সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে!

সামগ্রিকভাবে ফ্যাসিস্ট শাসনের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু হল শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ। সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে পড়েন দলিতরা এবং দলিত নারীরা সর্বাধিক নিপীড়িতদের মধ্যে আরও বেশি নিপীড়িত। মনুবাদীদের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক বিধান সামগ্রিকভাবেই দলিত ও নারীদের বিরুদ্ধে যায়; আর সেটাকেই "জাতীয় মূল্যবোধ" বলে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে।

দলিত নারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির মোকাবেলা যেভাবে করা হচ্ছে তা মোটেই আকস্মিক কোনো বিষয় নয়; বরং তা দেখিয়ে দেয় কুসংস্কারের শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত। ন্যায় ও গণতন্ত্রপ্রেমী সমস্ত মানুষ এগিয়ে আসুন; দাবি করুন— কেবল দুস্কৃতিদের নয়, অবিলম্বে সাজা চাই সেই সব পুলিশ আধিকারিকের, যারা কর্তব্যে গাফিলতির অপরাধে অপরাধী। অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে; আর তা দিতে হবে অবিলম্বে।

—সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি, ১/১০/২০২০।

বিস্কুট বৃত্তান্ত

—আশিস দাশগুপ্ত

দিল্লী রোডের উপর পরপর চারটি বিস্কুট কারখানা— সোনা, আনমোল, সোবিস্কো, মোহন এবং আরও বেশ কয়েকটি। আমরা এখন মোহন বিস্কুটের গেটে। ২৩ সেপ্টেম্বর ইফটু জাতীয় কমিটির ধারাবাহিক প্রতিবাদ দিবস পালন কর্মসূচি। ফেস্টুন, ব্যানার নিয়ে অটো চালক কমরেড গাড়ি থামিয়েই বললেন— নারকেল বিস্কুট তৈরি হচ্ছে আঃ! গন্ধ পাচ্ছেন কমরেড? অতি দ্রুত শ্রমিক কমরেডরা পোস্টার ব্যানার নামিয়ে নিয়ে কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন— ওদের গায়ে পরিশ্রমের গন্ধ। অন্য দুই কারখানার শ্রমিকরাও হাজির।

উল্লিখিত চারটি কারখানার মধ্যে মোহনের কথাই বলা যাক। স্থায়ী কর্মী ৪৫০, ঠিকা কর্মী ৫৫০। কারখানার মালিক ছোটখাটো নয়, ভগবতী 'সংস্থা' খুলেছে এই গোষ্ঠী, আর একই পরিবারের সদস্যরা এ অঞ্চলের বিভিন্ন বিস্কুট কোম্পানীর মালিক।

গড়ে প্রতিদিনের উৎপাদন প্রায় ১ টন এবং অতি দ্রুত সেই উৎপাদন বাজারে চলে যায়। শুধু এ রাজ্যে নয়, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খন্ডে। আনমোল তো বিহারে দুটি কারখানা স্থাপন করেছে। প্রায় ২০-২৫ বছর ধরে এই সাম্রাজ্য তৈরী হয়েছে। আর আছে আশীর্বাদ গোষ্ঠী। এ রাজ্য থেকে কাজ বন্ধ করে তারা কারবার চালাচ্ছে অন্যত্র।

বিগত ১০/১২ বছর ধরে শ্রমিকরা মূলত সিটুর অবস্থানের বিরোধিতা করে ইফটুর সাথে যোগাযোগ করে। যে বিষয়টি নিয়ে ইফটু আন্দোলন শুরু করে তা হল ন্যূনতম মজুরী আদায়। আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ৮ বছর আগে। গেট মিটিং, ডেপুটেশন, ঘেরাও-র পরে প্রায় হাজার শ্রমিক দিল্লী রোড ও দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে অবরোধ করে, বর্বর লাঠিচার্জ করে পুলিশ, শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করা হয়। তফাৎটা এই শ্রমিকরা দেখেন; শুধু তারা নন, আক্রান্ত হন সর্বোচ্চ সাংগাঠনিক

নেতৃত্বও। আস্থা গভীরতা পায়, অবশেষে আদায় হয় ন্যূনতম মজুরীর দাবী।

করোনা পর্ব

২৩ মার্চ লকডাউনের পর ১৮ দিনের মাথায় অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যবস্তু হিসাবে সরকারী নির্দেশ আসে বিস্কুট কারখানা চালু করার। শ্রমিকরা (স্থানীয়) কাজে যোগ দেন, কিছু পরে দূরাগত শ্রমিকরা আসতে থাকেন। অদ্ভুত ব্যাপার, করোনা আতঙ্কগ্রস্ত স্থানীয় জনসাধারণ কারখানা গেটে জড়ো হয়ে দাবি করেন, কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের এখানেই রাখতে হবে, যার অর্থ এদের আর বাড়ি ফিরতে দেওয়া হবে না। জনসচেতনতার নামে ঘোষিত 'সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন'— এই অবৈজ্ঞানিক দাবি মান্যতা পায়। আসল কথা শারীরিক দূরত্ব'র বৈজ্ঞানিক দাবি গোল্লায় যায়! ফল ভোগেন শ্রমিকরা!

তবুও নানান প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে, প্রায় একমাসের অচলাবস্থা কাটিয়ে, করোনা ভয়কে সাথে নিয়ে এই অত্যাবশ্যকীয় শিল্পটি চালু রেখেছেন শ্রমিকরা। বন্ধ পর্বের জন্য তাদের বেতন দেওয়া হয়নি। ৩০০০ - ৫০০০ টাকা অগ্রিম ধরিয়ে বেতন এবং বোনাস থেকে তা কেটে নেবার হুমকী চলছে। কাজ বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত না করে শ্রমিকরা পাশাপাশি লকডাউন পর্বে প্রাপ্য বেতনের জন্য লড়াই চালাচ্ছেন। কর্মসূচী শেষ করে শ্রমিক সাথী জানালেন— আমরা ২ টোর শিফটে যাচ্ছি, তার আগে লকডাউন পেমেন্ট ও প্রপার স্যানিটাইজেশন নিয়ে একটা চিঠি দেব মালিকপক্ষকে, পরের প্রোগ্রামে আরও বেশি জমায়েত হবে।

ওরা ভয় পেয়েছে কমরেড!

১৫ লক্ষ বিদ্যুৎ কর্মীর অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘটের ফলে উত্তর প্রদেশের যোগী সরকার বাধ্য হল বিদ্যুৎ বন্টন ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা বাতিল করতে।

মৃত্যু-মাদক-মিডিয়া ও জনগণের 'দিল বেচারা'

—শত্রুঘ্ন বাল্মীকি

গত ১৪ জুন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতকে তাঁর বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মুম্বাই পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী ঘটনাটি আত্মহত্যা। অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা তদুপরি কৃতি ছাত্র। এমন মানুষ মানসিক অবসাদের বশবর্তী হয়ে আত্মহত্যা করতে পারেন— এ তত্ত্ব তার আত্মীয়স্বজন ও দেশজোড়া ভক্তবৃন্দ মেনে নিতে পারেন নি। ঘটনাটি যে মোটেই আত্মহত্যা নয়, বরং নৃশংস এক হত্যাকান্ড সেই বিশ্বাসে অভিযোগ দায়ের করা হয় ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিনই এই হত্যাকান্ডের রহস্যভেদ হতে থাকে। খুনী সাব্যস্ত করে অভিনেতার বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেফতার ও যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে।

ঠিক এই জায়গাতেই আসরে নেমে পড়ে সংসদ সর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলি। সামনেই বিহারে ভোট। অতএব বিহার থেকে আগত এই অভিনেতা, মৃত্যুর পর তুরুপের তাস হয়ে ওঠেন ভোটের রাজনীতির নোংরা খেলায়। তাঁর মৃত্যুর তদন্ত মুম্বাই পুলিসের হাত থেকে চলে যায় সিবিআইয়ের কাছে, পাশাপাশি আসরে নামিয়ে দেওয়া হয় পেটোয়া মিডিয়াবাহিনীকে। আমরা দেখলাম কী অনায়াস দক্ষতায় করোনা অতিমারীর প্রকোপ, দেশের অর্থনীতির মুমূর্ষু দশা, শ্রমিক-কৃষক মৃত্যু— সমস্ত খবর সুকৌশলে অন্তর্হিত করে দেওয়া হল জনমানস থেকে। গত চারমাস ধরে মিডিয়া কেবল দৌড়ে চলেছে সুশান্ত সিংএর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গাড়ির পাশেপাশে।

ইতিমধ্যে তদন্তে জুটিয়ে দেওয়া হয়েছে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোকেও। সিবিআই রহস্য সমাধানে নেমে এখনও পর্যন্ত ঘটনাটিকে হত্যাকান্ড বলে প্রমাণ করতে না পারলেও (এইমস এর ভিসেরা রিপোর্টেও খুনের কোনও প্রমাণ নেই), মাদক রাখার অপরাধে রিয়া চক্রবর্তী সহ আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা

হয়েছে (যাকে পুলিশি ভাষায় বলে 'গাঁজা কেসে চালান দেওয়া')। নানা কারণে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মুম্বাই চলচ্চিত্র জগতের বেশ কিছু প্রথমসারির কলাকুশলীকে। ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে, এঁরা সকলেই কোনও না কোনওসময় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন বা তাদের কাজের সমালোচনা করেছেন, যেমন দীপিকা পাড়ুকোন বা অনুরাগ কাশ্যপ। অথচ, একই সূত্রে কঙ্গনা রানাওয়াতকে তলব করা হচ্ছে না, কারণ তিনি ইদানিং মোদিজীর সমর্থনে মুক্তকণ্ঠ।

আর সুশান্তের বিস্মিত মর্মাহত আত্মীয়স্বজন ও ভক্তকুল দেখছেন আস্তে আস্তে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। তাঁদের আবেদন নিবেদনে সরকারের আর তেমন হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। আসলে, সুশান্ত সিং রাজপুত কীভাবে মারা গেলেন, কেন মারা গেলেন তাই নিয়ে বিজেপি বা কোনও সরকারি রাজনৈতিক দলেরই বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা তখনও ছিলো না, আজও নেই। তারা যে যার ফায়দা লুটতেই মাঠে নেমেছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য এই সুযোগে এক ঢিলে তিন পাখি মারার তালে— বিহারের রাজপুত ভোটগুলি পকেটে পোরা, বিরোধী কণ্ঠস্বরের বেশ কয়েকটিকে এই মাদক-ধর্ষণ ইত্যাদি আইনের শাসনে চুপ করিয়ে দেওয়া এবং অবশ্যই দেশের সাম্প্রতিক সমস্ত সমস্যা থেকে জনগণের নজর ঘোরানো। তাদের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে মিডিয়ার এক বড়ো অংশ, যাদের ওপরেই সাধারণ মানুষ ভরসা করে সুশান্তের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে একটা আন্দোলনে নেমেছেন। আজ না চাইতেই তারা মিডিয়া ও রাজনৈতিক দলগুলির হাতের পুতুলে পরিণত হতে চলেছেন। আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল ধুরন্ধর মিথ্যাশ্রয়ী রাজনৈতিক মস্তিষ্ক কী অবলীলায় একটা আন্দোলনের গতিমুখকে নিজেদের সুবিধামতো পাল্টে নেবার ক্ষমতা রাখে। এই ঘটনা তাই সমস্ত গণ আন্দোলনকর্মীর কাছেই একটা সতর্কতার বার্তা।

এই জঘন্য রাজনৈতিক ফায়দা লোটার খেলা, সুশান্তকে সত্যি সত্যিই ভালোবেসে যে বেচারা মানুষগুলো সুবিচার চাইতে গেলেন তাঁদের হৃদয়ের আবেগকে স্রেফ পণ্য করে তুললো। হ্যাঁ, সুশান্তের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির নাম 'দিল বেচারা' ই ছিলো বটে।

লাল সেলাম কমরেড ডলফিন !

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসির জলপাইগুড়ি এলাকা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক অশোক গুহনিয়োগী (ডলফিন) আজ, ১ লা অক্টোবর সকাল ৯-৩০ নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি গভীর শোক ব্যক্ত করছে। কমরেড গুহনিয়োগী বেশ কিছুদিন যাবৎ লিভার, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ সহ নানান অসুখে ভুগছিলেন। কমরেড ডলফিন দীর্ঘদিন ধরেই কমিউনিস্ট তথা নকশালবাড়ি রাজনীতির সমর্থক ও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জলপাইগুড়ি শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ডলফিন নামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি ছিলেন সুপরিচিত নেতা শংকর গুহনিয়োগীর জ্যেঠতুতো ভাই। কমরেড ডলফিনের মৃত্যুতে সিপিআই (এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি তথা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি হল। রাজ্য কমিটি জলপাইগুড়ির কমরেডদের ও তাঁর আত্মীয় পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ব্যক্ত করছে।

—সুশান্ত ঝা
সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, সিপিআই (এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি

৪ অক্টোবর, এপিডিআর, বারুইপুর শাখার উদ্যোগে সংগঠন সভাপতি (১৯৯৮-২০২০) প্রয়াত সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জীর স্মরণসভা।

কমরেড চন্দ্রাম্মা লাল সেলাম !

চলে গেলেন চন্দ্রাম্মা। ২৩ সেপ্টেম্বর ৭.৩০ মিনিটে বিশাখাপত্তনম সরকারি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। নানারকম শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে তিনি কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে চন্দ্রাম্মা এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। শ্রীকাকুলাম জেলার একটি গ্রামে ১৯৫১ সালে জন্ম চন্দ্রাম্মার। খুব ছোটবেলাতেই তিনি এলাকার বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতাদের কাজকর্মের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। এই এলাকা যেমন অসম্ভব শোষণ ও নিপীড়নের ক্ষেত্র ছিল তেমনি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে লড়াই ও জারি ছিল বরাবর। ১৯৬৬ তে মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি শ্রীকাকুলামে এক অনশন ধর্মঘটে অংশ নেন যাতে ১৫০০ আদিবাসী মানুষ অংশ নিয়েছিলেন।

সশস্ত্র বিপ্লবের অংশীদার হয়ে তিনি ঐতিহাসিক শ্রীকাকুলাম সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেন। স্কোয়াড জীবনের সব কষ্ট, অসুবিধাকে তুচ্ছ করে এই ইস্পাত কঠিন মহিলা দৃঢ়তার সাথে লড়াই চালিয়ে যান সংঘর্ষে সহযোগীদের

মৃত্যুর পরেও।

বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় থাকার সময় তিনি বিয়ে করেন কিংবদন্তীস্বরূপ কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতা কমরেড পইলা বাসুদেব রাওকে। কঠিন দমন পীড়নের সময়ে সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে অন্য পরিবারে রেখে স্বামী স্ত্রী দুজনেই আত্মগোপন করেন।

রাষ্ট্র যখন শ্রীকাকুলাম সংগ্রামকে গুঁড়িয়ে দিতে অসহনীয় অত্যাচার ও ধরপাকড় চালাতে থাকে কমরেড চন্দ্রাম্মা সহ অন্যান্য কমরেডরা নতুন করে সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে অটল থাকেন। এই সময়ে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৪ বছরের জন্য তাকে বিশাখাপত্তনম সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়।

জেল থেকে বেরিয়ে তিনি এলাকার ভূমিহীন কৃষক, আদিবাসী, জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ ও অন্যান্য দরিদ্র মানুষদের সংঘবদ্ধ করে তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে আন্দোলন পরিচালনা করার কাজে মনোনিবেশ করেন।

তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লবী সংগঠনের জেলা নেতৃত্বে এবং রায়তু কুলী সঙ্ঘমের (পরে AIKMS) নেতৃত্বে ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি সিপিআই(এমএল) (কেন্দ্রীয় মুখপত্র— রাইজিং নিউ ডেমোক্রেসি)-র জেলা সম্পাদক ছিলেন।

শেষনিশ্বাস পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে অনলস। শ্রীকাকুলাম সশস্ত্র সংগ্রামের এই বীর যোদ্ধা ও জনগণের সংগ্রামের এই মহান নেত্রীকে CPI(ML) New Democracy তার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

কমরেড চন্দ্রাম্মা, লাল সেলাম।

বাবরি মসজিদ মামলার রায় সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি পড়তে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন— https://drive.google.com/file/d/1v5TCz48pQnelmiJ3yA05ssJSPUaEivAn/view?usp=sharing

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র বিপ্লবী গণলাইন-এর সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে কমরেড আশিস দাশগুপ্ত কর্তৃক ১০২,এস এন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত। দূরভাষ- ২২৬৪-০১৩৫, ডিক্লা নং-৯৫/৯৫, email- biplabiganaline@gmail.com